180341 - শরয়ি আমলগুলোর স্তরভেদ ও প্রত্যেক স্তরের উদাহরণ

প্রশ্ন

ফরয (আবশ্যকীয়), মুস্তাহাব (আবশ্যকীয় নয়), মুবাহ (ঐচ্ছিক), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ও হারাম (নিষিদ্ধ)। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করে উদাহরণ জানাবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ওয়াজিব: যা পালন করার জন্য শরিয়তপ্রণেতা আবশ্যকীয়ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর উদাহরণ হচ্ছে- পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, যাকাত দেয়ার সামর্থ্যবান হলে যাকাত, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ।

'ওয়াজিব'-কে فرض (ফরয), فريضة (আবশ্যকীয়), حتم (অপরিহার্য), لازم (অনিবার্য) ইত্যাদিও বলা হয়। এ ধরণের আমল সম্পাদনকারী সওয়াব পাবেন এবং না করলে শাস্তি পাবে।

দুই:

মানদুব: যা পালন করার জন্য শরিয়তপ্রণেতা নির্দেশ দিয়েছেন; তবে আবশ্যকীয়ভাবে বা অপরিহার্যরূপে নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছে- কিয়ামুল লাইল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথের সুন্নত নামাযগুলো ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত নামাযগুলো, প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখা, গরীবদেরকে দান-সদকা করা এবং নিয়মিত যিকির-আযকার ও ওযিফাগুলো পড়া।

'মানদুব'-কে মুস্তাহাব, সুন্নত, মাসনূন, নফল ইত্যাদিও বলা হয়। এ ধরণের আমল পালনকারী সওয়াব পাবেন; তবে বর্জনকারী শাস্তি পাবে না।

তিন:

হারাম বা নিষিদ্ধ: যাতে লিপ্ত হওয়া থেকে শরিয়তপ্রণেতা আবশ্যকীয়ভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন- ব্যভিচার, মদপান, পিতামাতার অবাধ্যতা, দাঁড়ি না রাখা, নারীদের বেপর্দা চলাফেরা করা।

হারাম কাজ বর্জনকারী সওয়াব পাবেন, আর হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

চার:

মাকরুহ: যাতে লিপ্ত হওয়া থেকে শরিয়তপ্রণেতা নিষেধ করেছেন; তবে আবশ্যকীয়ভাবে নয়। যেমন- কোন কিছু বাম হাতে গ্রহণ করা ও বাম হাতে প্রদান করা। নারীদের জন্য মৃতব্যক্তির জানাযার সাথে যাওয়া। এশার নামাযের পর আলাপ-আলোচনা করা, কাঁধ খালি রেখে এক কাপড়ে নামায আদায় করা, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগে নফল নামায পড়া এবং আছরের নামাযের পর সূর্যাস্তের আগে নফল নামায পড়া।

মাকরুহ আমল বর্জনকারী সওয়াব পাবেন; কিন্তু মাকরুহ আমলে লিপ্ত হলে শাস্তি দেওয়া হবে না।

পাঁচ:

মুবাহ বা হালাল বা জায়েয: যে আমলের সাথে সত্তাগতভাবে কোন আদেশ বা নিষেধ সম্পৃক্ত নয়।

যেমন- পানাহার করা, বেচাকেনা করা, পর্যটনমূলক বা জীবিকার সন্ধানে ভ্রমণ, রমযানের রাতেরবেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা।

মুবাহ –এর সংজ্ঞাতে 'সত্তাগতভাবে' কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে যেহেতু হতে পারে এর সাথে তৃতীয় কোন একটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে সেটাকে নির্দেশিত কিংবা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করবে।

উদাহরণত: ‘পানি খরিদ করা’ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, যদি পানি খরিদ করার উপর ফরয নামাযের জন্য ওযু করা আটকে থাকে সেক্ষেত্রে পানি খরিদ করা ওয়াজিব। কেননা যে মাধ্যম ছাড়া কোন ওয়াজিব কর্ম সম্পাদিত হয় না সে মাধ্যমও ওয়াজিব।

আরেকটি উদাহরণ- পর্যটনমূলক ভ্রমণ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, এ ভ্রমণ যদি হয় বিধর্মী কোন দেশে যেখানে ফিতনা, পাপাচার ও ব্যভিচার ইত্যাদির সয়লাব; এমন ভ্রমণ হারাম। কেননা এ ভ্রমণ হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম।

এ বিষয়ে আরও জানতে পড়তে পারেন: ইবনে কুদামার লিখিত 'রওযাতুন নাযের ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির' (১/১৫০-২১০), যারকাশির লিখিত 'আল-বাহরুল মুহিত' (১/১৪০-২৪০) এবং ইবনে উছাইমীনের 'শারহুল উসুল মিন ইলমিল উসুল' (৪৬-৬৮)।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।